০৪-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – বাবা বলে ডাকলে তোমাদের যতটা সুখের অনুভব হয়, ভগবান কিংবা ঈশ্বর বলে ডাকলে ভক্তদের ততটা অনুভব হওয়া সম্ভব নয়।"

প্রশ্নঃ- লোভের বশবর্তী হওয়ার জন্য লৌকিক সন্তানদের মধ্যে কিরূপ ভাবনা থাকে, যেটা তোমাদের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়?

উত্তরঃ- যেসব লৌকিক সন্তানরা লোভী হয় তারা ভাবে যে, কবে আমার বাবা মরবে আর আমি সম্পত্তির মালিক হব। কিন্তু বেহদের বাবার জন্য তোমরা বাচ্চারা কখনোই এইরকম ভাবতে পারবে না কারণ বাবা হলেন অশরীরী। এখানে তোমরা অবিনাশী বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর।

গীতঃ- দর্পণে আপন মুখ দেখ রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি। যখন দুইবার বলা হয়, তখন একবার বাবা বলেন, আর একবার ঠাকুরদাদা বলেন। একজনকে আত্মা এবং অন্যজনকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি পরমধামের নিবাসী, তাই তাঁকে পরম আত্মা (পরমাত্মা) বলা হয়। তাহলে আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে সম্বন্ধ কি? একজন বাবা, আর তাঁর অনেকজন সন্তান। ইংরেজীতেও মানুষ 'ওহ গড ফাদার' বলে আহ্বান করে। অতএব, তিনি হলেন পিতা। কেবল পরমাত্মা কিংবা প্রভু, ঈশ্বর ইত্যাদি বললে অতটা মজা হয় না। বাবা বলে ডাকলেই সুখ পাওয়া যায়। পারলৌকিক বাবা হলেন সুখদাতা। তাইতো ভক্তিমার্গে তাঁকে এত স্মরণ করে। গড ফাদার, অর্থাৎ তিনি হলেন আমাদের পিতা। এটাও বলা হয় যে আমরা সবাই ভাই-ভাই, একে ভ্রাতৃত্ববোধ বলা হয়। কিন্তু ভারতবাসীরা যখন বলে যে আমরা সবাই ভাই-ভাই, তখন তাদের মনোযোগ আত্মার প্রতি যায় না। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে যায়। এটা বোঝে না যে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, আমাদের সবার পিতা এক। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন তাহলে এইরকম ভাই-ভাই বলা হত না। আত্মা রূপে বিবেচনা করেই ভাই-ভাই বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছ এবং বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আত্মা বলে - আমি এখন বাবাকে পেয়েছি। বাবাকে পাওয়া মানে সবকিছু পেয়ে যাওয়া। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাচ্চার জন্ম হলেই ভাবে যে একজন উত্তরাধিকারী এসেছে। বাবা বলে ডাকলেই সন্তানের উত্তরাধিকার সূত্র প্রমাণিত হয়ে যায়। মেয়েরা প্রায়শই 'মা-মা' করতে থাকে। মায়ের প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে। কিন্তু ছেলে হলে 'বাবা-বাবা' করবে। ছেলেদের বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকে, মায়ের কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখানে তো তোমরা সকল আত্মারা হলে ভাই-ভাই। তোমরা প্রত্যেকেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। বাবার শ্রীমৎ হল – প্রত্যেকেই নিজেকে বাবার বাচ্চা মনে করে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাক এবং সৃষ্টিচক্রের রহস্যও বোঝাও। বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বেহদের বাবা বলেন, তোমরাই স্বর্গবাসী ছিলে। তারপর কিভাবে তোমরা নরকবাসী হলে, কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্র ঘোরালে – সেইসব হল বিস্তারিত তথ্য। বাবা তো তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই সত্যযুগের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আচ্ছা, কারা তাঁর কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়েছে? এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি রয়েছে। এরা বাবার কাছ থেকে

উত্তরাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু তারপর কোথায় গেল? এটা হল চক্রের কাহিনী। তোমরা এখন সত্যযুগের উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্ম তো ভোগ করতেই হবে। এখন পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমাদের বুদ্ধিতে এই ৮৪ জন্মের চক্র রয়েছে এবং এটাও নিশ্চিত যে এটাই হল আমাদের অন্তিম জন্ম। ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন তোমরা গেলে তোমাদের পেছনে পেছনে সকলেই যাবে। তোমরা বাচ্চারা তো বাবার কাছ থেকে নিজের উত্তরাধিকার পেয়ে গেছ। রাজযোগ শিখে গেছ। তাই তোমরা জানো যে আমরা পুনরায় নুতন দুনিয়াতে রাজত্ব করতে আসব। তখন ওখানে এত ধর্ম থাকবে না, সবাই ফেরত চলে যাবে। তারপর প্রথমে আমাদেরকে অর্থাৎ ডিটিজিম্ (দৈবী ধর্মাবলম্বী)-দেরকে আসতে হবে। আমরা শূদ্রকুলে ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণকুলের সদস্য হয়েছি। এরপর সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী কুলের সদস্য হব। আমরা কেবল বাবার কাছ থেকেই ব্রাহ্মণকুল, সূর্যবংশী কুল এবং চন্দ্রবংশী কুলের তিনটে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কেউ ধর্ম স্থাপন করতে আসে না। ভারতে কেবল একটাই ধর্ম থাকে। পরবর্তীকালে বাইরে থেকে ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা আসে। ভারত অনেক প্রাচীন দেশ। আগে কেবল দেবী-দেবতারা-ই ছিল। এখন তারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। কত রকমের ভাষা রয়েছে। যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, ফ্রান্সের ভাষা আলাদা। কিন্তু তারা সকলেই খ্রিষ্টান। সেইরকম চীনকেও দেখ। একটাই বৌদ্ধ ধর্ম, অথচ চীনের ভাষা আলাদা আর জাপানের ভাষা আলাদা। সকলেই বৌদ্ধ, কিন্তু বৃদ্ধি হওয়ার ফলে আলাদা হয়ে যায়। কখনো তারা নিজেদের শত্রুও হয়ে যায়। ভারতের কোনো শত্রু নেই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এসে লড়াই করে। তারপর মতবিরোধ সৃষ্টি করে ভারতবাসীদের মধ্যেও লড়াই লাগিয়ে দেয়। নয়তো ভারতবাসীদের মধ্যে আগে কখনো এইরকম লড়াই হয়নি। অন্যেরা লোভের জন্য লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে। এটাও একটা খেলা। ভারতবাসীরা এটাও ভুলে গেছে যে আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। বাবা আমাদেরকে রাজ্য দিয়েছিলেন। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না যে আমরা কিভাবে এই রাজ্য পেয়েছি। এখন তোমরা জানো যে আমরা কিভাবে রাজত্ব পাচ্ছি। বাবা বসে এটা বোঝাচ্ছেন। এমনিতে এটা খুবই সহজ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে এমন তালা লেগে রয়েছে যে তারা জানেই না লক্ষ্মী-নারায়ণকে কে কবে রাজত্ব দিয়েছিল, এদের কতজন সন্তান ছিল। কিছুই জানে না। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সত্যযুগের আয়ু কত ছিল? অনেকে লক্ষ বছর বলে দেয়। তাহলে এই লক্ষ বছরে কতগুলো রাজবংশ ছিল? জনসংখ্যার কত বৃদ্ধি হয়েছিল? কতজন মহারাজা মহারাণী ছিল? লক্ষ বছরে তো এইসব অগণিত হয়ে যাবে। সত্যযুগের লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগের লক্ষ বছর, তারপর কলিযুগের ক্ষেত্রে বলে যে এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। এইসব বিষয় নিয়ে কেউ চিন্তাই করে না। এত বড় আয়ু লিখে দিয়েছে। রচয়িতা, নির্দেশক, সময় সবকিছুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু কেউই জানে না। বলে দেয়, যীশুখ্রিস্টের ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। গড-গডেজ (ভগবান-ভগবতী)-এর রাজ্য ছিল। কিন্তু সেই রাজ্য কত বছর ধরে চলেছিল, কিভাবে চলছিল? এইসব কিছুই জানে না। রাধা কৃষ্ণ যদি সত্যযুগের রাজকুমার রাজকুমারী হয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই কারোর দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছিল। যদি কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিল, তাহলে কবে শুনিয়েছিল? বাবা-ই এইসব বিষয় বোঝান। স্কুলে প্রথমে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে বড় পরীক্ষায় পাস করে। সেই প্রাথমিক জ্ঞান এবং পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। এখানেও সেইরকম। আগে যেভাবে বোঝানো হত, এখন তার থেকে সহজ ভাবে বোঝানো হয়। ভবিষ্যতে আরও ভালো ভাবে বোঝানো হবে। নুতন কেউ এলে আগে তাকে দিয়ে ফর্ম ভরানো হয়, তারপর বোঝানো হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? নিশ্চয়ই তিনি সকলের বাবা। যে বোঝার যোগ্য, কেবল সে-ই এইসব কথা বুঝতে

পারবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা দৃঢ় নিশ্চয় হচ্ছে যে, বেহদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যেহেতু বাবা স্বর্গ রচনা করেন, তাই তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। কিন্তু এইসব কথা তাদের বুদ্ধিতেই ধারণ হবে যাদের আগের কল্পেও নিশ্চয় হয়েছিল। তোমরা দেখতে পাও যে, কোনো কোনো বাচ্চা ভোরবেলা উঠতে পারে না। ১০-১৫ বছর ধরে চেষ্টা করছে, তবুও সঠিক সময়ে উঠতে পারে না। অন্তত ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে তো ওঠ। ভক্তরাও ভোরবেলা উঠে ধ্যান করে। শিব কিংবা হনুমানের জপ করে। কিন্তু এর দ্বারা কোনো লাভ হয় না। হয়তো কারোর চারিত্রিক উন্নতি হয়, কিন্তু এর দ্বারা মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়া যায় না। কলা ক্রমশ কমতেই থাকে। যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে রাজত্ব করত, তারাও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জন্মে নিচে নামতে থাকে অর্থাৎ অবরোহণ কলা হয়। অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হলে বামমার্গে চলে যায় এবং তারপর ভক্তিমার্গ শুরু হয়, কত মন্দির তৈরি হয়। এখনো কত মন্দির রয়েছে। কিছু মন্দির ভেঙেও গেছে। বামমার্গে যাওয়ার ছবিও রয়েছে। দেবতাদের মতো পোশাক পড়ে আছে। বাস্তবে ওদের পোশাক আলাদা ছিল, পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়েছে। কারোর পাগড়ি একরকমের, কারোর অন্যরকমের, আবার বিভিন্ন জনের মুকুট বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন ধরনের মুকুট পড়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়। সূর্যবংশী রাজাদের একটা নিজস্ব শৈলী থাকে। (ব্রহ্মা বাবা) বাবা সাক্ষাৎকারও করেছেন। দ্বারকাধিপতির অনেক পাগড়ি ছিল। এই সমগ্র নাটকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে সেটা পুনরায় হবে। পুনরায় বামমার্গে যাবে, সকলের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে, প্রথা-পদ্ধতি আলাদা হয়ে যাবে। সূর্যবংশীদের আলাদা এবং চন্দ্রবংশীদের আলাদা... এটাই হল পূর্ব-নির্মিত নাটক। তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পুনরায় গতি এবং সদগতি পাচ্ছি। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। বেহদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এটা ভালো ভাবেই জানো এবং বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসাও আছে। সকলের ভালোবাসা তো একই রকম হতে পারে না। লৌকিকেও সকলের ভালোবাসা একই রকম হয় না। কেউ কেউ তো লোভের বশবর্তী হয়ে বলে দেয় যে, বাবা মারা গেলে আমি সম্পত্তি পাব। এখানে শিববাবার শরীর নেই। বাবা তো অবিনাশী। এই শরীরটা লোন হিসাবে নিয়েছেন। তোমরা জানো যে আমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছি। বাবা তো পুনর্জন্ম নেন না। তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেন। নাহলে কি তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীরে আসবেন? তারা তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিল। এটা তো পতিত দুনিয়া এবং পতিত শরীর। কারণ বিষের (বিকারের) দ্বারা জন্ম হয়। আগের কল্পের মতোই বাবা বলছেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আমার অনুভবী (অভিজ্ঞ) রথ প্রয়োজন। কেউ ভাল অভিনেতা হলে সে ভাল পুরস্কার পায়। বাবার এই রথের গায়নও আছে। বলা হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, ব্রহ্মাকে বৃদ্ধও দেখানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের রূপ আলাদা। ব্রহ্মার রূপ একেবারে সঠিক। বাবা এঁনার নাম রেখেছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ইনি পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। তোমরাও বলবে যে আমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছি। তাইতো আগে আগে বাবাকে পেয়েছি। আমাদের রাজত্ব পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। বোঝানো হয় - ভগবানকে তো বাবা বলে বুঝতে হবে। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে সকল আত্মার পিতা হলেন নিরাকার। তিনি পিতা বলেই তো ভক্তিমার্গে সবাই তাঁকে স্মরণ করে। আত্মা সুখ পেয়েছিল বলেই তো দুঃখের সময়ে তাঁকে স্মরণ করে। তোমরাও অর্ধেক কল্প ধরে বাবাকে স্মরণ করে এসেছ। শুরুতেই সোমনাথের মন্দির বানানো হয়। নিশ্চয় বাবাকেই স্মরণ করবে। তোমরা জানো যে এটা হল বাবার মন্দির। বাবা-ই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। তাই আগে বাবার মন্দির তৈরি হয়েছে। তোমরা এখন বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছ। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। তাঁর কাছ

থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাকিরা কি করেছে? আমরা কেন তাদের পূজা করি? ওরা তো ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু ভক্তিও দিনে দিনে ব্যভিচারী হয়। অর্ধেক কল্পের জন্য সামগ্রী প্রয়োজন। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনো সামগ্রীর দরকার হয় না। এইসব বিষয় বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বাস্তবে কিছুই লেখার দরকার নেই। সলভেন্ট (ধারনাশক্তি সম্পন্ন) বুদ্ধি হলে দ্রুত ধারণা হয়ে যাবে। কেবল অন্য কাউকে শোনানোর জন্য নোট করা হয়। বইপত্র রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তিম সময়ে আমাদের এই বই কে পড়বে? অন্যান্য শাস্ত্র তো শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে, পড়তে থাকে। কিন্তু প্রাপ্তি পেয়ে গেলে তোমাদেরকে তো আর পড়তে হবে না। অর্ধেক কল্পের জন্য কোনো শাস্ত্র থাকবে না। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সকল শাস্ত্রের অবসান হয়। আগে সবাইকে এটা বোঝাও যে আমাদের দুঁজন বাবা । লৌকিক বাবা তো আছে, কিন্তু সেও ওই বাবাকে স্মরণ করে। গায়ন করা হয় - দুঃখের সময়ে সবাই স্মরণ করে... ভারতের জন্যই এই গায়ন রয়েছে। বাবাও ভারতেই আসেন। শিব জয়ন্তী আসছে। তোমরা বলবে যে আমরা আমাদের বাবার জন্মদিন পালন করছি। হয়তো জিজ্ঞেস করবে - যেহেতু ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হয়, তাই বাবাও নিশ্চয়ই এসেছেন। এটা হল শিববাবার জ্ঞান-যজ্ঞ। তাই ব্রাহ্মণ অবশ্যই দরকার। কিন্তু ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? প্রথমে ব্রহ্মাকে দত্তক নেন। তারপর সন্তানের জন্ম দেন অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা রচনা করেন। আগে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভোরবেলা উঠে বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

২) বেহদের বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদান:- সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে, প্রত্যেক শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম মাস্টার সর্ব শক্তিমান হও।

যে সন্তান সর্বদা সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন থাকে, সে-ই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান। কোনো শক্তি যদি সঠিক সময়ে কাজে না আসে, তাহলে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। যদি একটাও শক্তি কম থাকে তাহলে উপযুক্ত সময়ে ঠকিয়ে দেবে অর্থাৎ ফেল হয়ে যাবে। এইরকম ভেবো না যে আমাদের কাছে তো সর্ব শক্তি রয়েছে, যদি একটা মাত্র শক্তি না থাকে তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? কিন্তু ওই একটার জন্যই সমস্যা হবে, ওই একটাই ফেল করিয়ে দেবে। তাই একটাও শক্তি যেন কম না থাকে এবং সেটা যেন সঠিক সময়ে কাজে আসে। তাহলেই মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে।

স্লোগান:- প্রাপ্তিকে ভুলে গেলেই ক্লান্ত হয়ে যাও, তাই প্রাপ্তিকে সর্বদা সম্মুখে রাখ।